দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

46

২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা'র বদলে পরিবর্তিত কর্মসূচী

আকরাম হোসেন খান ॥ সরকারের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০০০ সাল নাগাদ 'সবার জন্য শিক্ষার' লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হইতেছে না। দেশে বর্তমান ৭৮ ভাগ লোক নিরক্ষর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে নিরক্ষরতার সংখ্যা বাড়িতেছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাকাল শেষ না করিয়াই স্কুলত্যাগী প্রায় ৪০ ভাগ শিশু নিরক্ষরতার বোঝা বাড়াইতেছে। ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাকেন্দ্র, নৈশ বিদ্যালয় এবং অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার প্রস্তুতি নাই। এই পরিস্থিতিতে সার্বজনীন শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছান যাইবে না বিধায় বাধ্যতামূলক

(১১শ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

২০০০ সাল নাগাদ

(১ম পৃঃ পর)

প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা বিভাগ ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রার পরিবর্তে একই সময়ের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার হার ৬২ ভাগে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির হার ৯৫ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করিয়াছে। তবে "সবার জন্য শিক্ষা" কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কি পরিমাণ শিক্ষা কেন্দ্র বা স্যাটেলাইট শিক্ষা কেন্দ্রের প্রয়োজন উহার কোন সঠিক জরিপ এখন করা হয় নাই।

বর্তমান এই কর্মসূচীর অধীনে ১৩ হাজার ২৩টি শিক্ষাকেন্দ্রে ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৪১০ জন শিক্ষার্থী আছে। ইহাছাড়া ১৬৮টি এন জি ওকে গণশিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনার জন্য সাহায্য দেওয়া হইতেছে। সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মসজিদ-ভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প হাতে লইয়াছে।

এব্যাপারে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা বিভাগের জনৈক উর্ধতন কর্মকর্তার সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীতে পরিবর্তন আনা হইয়াছে। তিনি জানান, শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দের ৫০ হইতে ৬৭ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা উপখাতে ব্যয় করা হয়।